বৃন্দাবন দাসের বই থেকে জানতে পারা যায় যে, তিনি শ্রীবাস অঙ্গনে ও শ্রীবাসের বাড়িতে থাকতেন। তাঁর জন্মস্থান নবদ্বীপের মায়াপুর বলে কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন।

" একদিন প্রভুর দোষয়ে দুই হাত।
মুক্তি হব তার বিষ্ণু ভেমায় নাহত।।
প্রভুর শ্রীমুখে দোষ শুনি দেবরাজ।
প্রবিবারে দুই হাত হইল সাজ।।"

- এ জানার আগে দেবেন্দ্রও বিষ্ণু ভক্তদের প্রশংসা শুনে তা ঈর্ষান্বিত বৃন্দাবন দাস। আবিরন মানুষের কোথাও অভাব থাকে, ঈর্ষার অভাব কোনো কালেই হয়নি।

নবদ্বীপ বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান ছিল। বহু অধ্যাপক ছিলেন এখানে, গড়ে গড়ে টোল ছিল। দেশ-দেশান্তর থেকে ছাত্ররা আসতেন এখানে বিদ্যাচর্চার জন্য। নবদ্বীপ স্থানীয় এবং বহিরাগত মানুষের যোগ্য বহু মানুষের বাসভূমি হয়ে উঠেছিল। বৃন্দাবন দাস বলেছেন —

" নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বলিবারে পারে।
এথে গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।।
শ্রীবিবি বিহনে এত প্রভু লক্ষ লক্ষ।
ঈশ্বরী দুর্বিপাকে এত অনুরক্ষ।।
এত অনুরক্ত ভক্তি করি গর্ব করে।
বালকেও তর্কশাস্ত্র বিনা নাহি পড়ে।।
নানা দেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়ি লোক বিদ্যারস পায়।।"

- সেকালে পণ্ডিতের বিচারের ভূমি পণ্ডিতেরা দেশ-দেশান্তরে পর্যটন করতেন। তথা হয় স্থানীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে বিচারে জয় লাভ করা আবশ্যক হতেন। দিল্লি, কাশী, বৃন্দাবন, বিজয়নগর প্রভৃতি ছিল বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র। এসব এক একটি অঞ্চলে পণ্ডিত বিচারে জয় নবদ্বীপে এসে পরাজিত হন বলে পণ্ডিতের দোষ।

হরের কথন ব্রাহ্মনেরই একচ্ছত্র প্রাধান্য ছিল খুব শাক্তের বিচার ছিল খুব স্বচ্ছ। নিত্যানন্দ কে পরহংস বলে অদ্বৈত আচার্য যা বলেছিলেন তা থেকে এটা খুব ইঙ্গিতবহ হয়ে যায়:

" অন্ত্যাসী বলিয়া জেরে বোলে জেন তুমে ॥
হেন চাক্ত নাহি না ঘুচিলা যার ঘরে।
তুমত জোহে হেন জেন তুমে বলে কোরে ॥ "

- স্বিজ্ঞব বলতে অন্ত্যাসীদের ও তুমে-সাত সানাত হত। যেমন অন্ত্যাসীর আদরে ছিল- ব্রাহ্মনরা ভিক্ষা জন্ম দিতেন, পথে দীতে দেবতে সাহসে আশ্রয় দিয়েছেন বহু ব্রাহ্মন, তুলসীমঞ্চ থেকে জন্ম ভিক্ষা পেয়েছেন বৈষ্ণবদের সাক্ষাৎ অন্ত্যাসী, তুলসী-সাতে বিচার যে অত্যধিক ছিল তা আমরা জানি যখন ঠাকুর হরিদাসের আদরে, অদ্বৈত ঘরে আহারে বসেন তিনি দেব এবং নিত্যানন্দ, খাবার সময় তিনজনের মুকুন্দ এবং; হরিদাসকে একরে বসে আহার করতে আহ্বান করলেন, কিন্তু তিনজনের আহ্বান সত্ত্বেও আহারে আনন্দচুর তুমনিয়ে দূরে সরে গেলেন কাছে মুকুন্দ-দরজার আসন রয়েই পরে আহার করলেন, তুলসীদাস হরিদাস।

হরে কোল গানাখান ছিল বিশেষ পুনাকর্ষে - আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা গানাখানে যেতেন, বাদ্যযন্ত্রে ছিল বর খোলের তুল নিবে পুষ্ট হত, ব্রাহ্মনের আভিজাত্যে সন্দেহে ভয় দেখে। তবে বৃন্দাবন দাস বলেছেন, সেখানে সবশ্রেই বর্ণবিভেদ দেখা যেতো না, আতুদের প্রবেশ ছিল; স্বিজ্ঞবদের তুলায় তেমন দেখা যেত, কখনও দেখা যেতে। 'চৈতন্য ভাগবতে' - বৃন্দাবন দাস বলেছেন —

" বৃদ্ধনাম হরিধ্বনি মঙ্গল অতুলার।
প্রথম করিতে ইহিল এবিধ আচার ॥
'হরি হরি' বোলে সবে এই মাত্র তুমন।
সঙ্কীর্তনের গীত হয় তুগতে ॥
দম্ভ করি বিপ্রতরি পুজে জেন তুন।
পুস্তলি ঘরে থেকে দিয়া কহুবনি ॥ "

- এর পূর্ববর্তী বোল থেকেই সানুষ বিশ্বাসে হেতে আনিবের কাছে সমর্পণ করেছে। সংকীর্তনের মিলিয়ের ধ্বনি ধারণ মুখে কোরনা যায়না। তুলসীদাসের সময়ের তুল সেতুরা পাষন্ড হয়ে উঠেছিল। অত্যাচার ধ্বংসের প্রতি আদর ছিল বিমুখ, তাই স্বীকার পাশুকের

বহিঃদ্বারে রেখে এসো এক অন্য-মানুষ।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গেও কিছু কিছু চিত্র পাওয়া যায় যা উজ্জ্বল হয়েছে। একদল বহিরাগত রাজশক্তি সুযোগ পেলেই হিন্দু ধর্মের উপর আক্রমণ চালাত। বহু হিন্দু মন্দিরও তারা ধ্বংস করেছিল। উড়িষ্যার রাজার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহ পুরীর মন্দির পর্যন্ত এগিয়েছিলেন। হুসেন শাহ বুদ্ধিমান, হিন্দু পাণ্ডা পুরোহিতদের উপস্থিতিতেই তিনি দেবমূর্তি ভাঙেন কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন যে, মহাপ্রভুর সাথে হাজার হাজার মানুষ চলেছে সে মহাপ্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করা মূর্খতা। এইভাবে সমাজের বিভিন্ন দিকের চিত্র উঠে এই ঐতিহাসিক তথ্য বলে গেছেন বৃন্দাবন দাস।